লিচু চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসল : লিচু

জাতের নাম : বারি লিচু- ১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল ডিম্বাকার এবং রঙ লাল।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দেশের উত্তারাঞ্চলে এ জাতটি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এ জাতটি আগাম জাত।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫-৬

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য মাঘ-মধ্য চৈত্র ও মধ্য শ্রাবণ-মধ্য ভাদ্র।

ফসল তোলার সময় :

জৈষ্ঠ্য-আষাড়/ মে-জুন**ফসল :** লিচু

জাতের নাম : বারি লিচু- ২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ অপেক্ষাকৃত বড়, গোলাপী

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রতি বছর নিয়মিত ফল দেয়। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্রই চাষ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫-৬

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য মাঘ-মধ্য চৈত্র ও মধ্য শ্রাবণ-মধ্য ভাদ্র।

ফসল তোলার সময় :

জৈষ্ঠ্য-আষাড়/ মে-জুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : লিচু

জাতের নাম : বারি লিচু-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফলের শাঁস মাংসল রসালো ও মিষ্টি, ফল হৃৎপিন্ড আকৃতির।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মাঝ মৌসুমী জাত, নিয়মিত ফল ধরে। গোলাপের সুঘ্রান বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ফল উৎপাদনকারী এ জাতটি বসতবাড়ীর বাগানের জন্য অত্যন্ত- উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫-৬

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য মাঘ-মধ্য চৈত্র ও মধ্য শ্রাবণ-মধ্য ভাদ্র।

ফসল তোলার সময় :

জৈষ্ঠ্য-আষাড়/ মে-জুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : লিচু

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী লিচুতে জলীয় অংশ ৮৪. ১ভাগ, আমিষ ১.১ ভাগ , স্নেহ .২ গ্রাম, খনিজ .৫ গ্রাম, শর্করা ১৩.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ মিগ্রা, লৌহ ০.৭ মিগ্রা, ভিটামিন বি-১০.০২ মিগ্রা, ভিটামিন সি ৩১ মিগ্রা ও খাদ্য শক্তি ৬১ কিলোক্যালরি।

তথ্যের উৎস :

ফসলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, অনিন্দ্য প্রকাশনী।

ফসল : লিচু

বর্ণনা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

বীজতলার প্রয়োজন নেই।

ভাল বীজ নির্বাচন :

দুটি জাতের মধ্যে ২০০ মি. দূরত্ব বজায় রাখুন। বীজ উৎপাদনের জন্য লাইন থেকে লাইন ১৫ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮-৯ ইঞ্চি। রোগ-পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজতলা পরিচর্চা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : লিচু

বর্ণনা : বাগান আকারে গাছ লাগাতে হলে গভিরভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। এতে দীর্ঘজীবী আগাছা দমন হবে। বাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে কিংবা রাস্তার ধারে গাছ লাগালে চাষ না দিয়ে সরাসরি গর্ত করে কুলের চারা লাগানো যায়।

চাষপদ্ধতি :

রোপণ দূরত্বঃ ৮-১০ মিটার

গর্তের আকারঃ ১ হাত × ১ হাত ×১ হাত

গর্ত করার পর চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্ত প্রতি ৫০০ গ্রাম টিএসটি, ৪০০ গ্রাম, পটাশ ও ৩০০ গ্রাম জিপসাম সার প্রতিটি ২৫০ গ্রাম করে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে।জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস চারা রোপনের উপযুক্ত সময়। এসময় গর্তের মাটি উলট পালট করে করে নিতে হবে। চারা রোপণের পর খুটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং হালকা পানি সেচ দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : লিচু

মৃত্তিকা :

উঁচু, মাঝারি উঁচু এমন বেলে থেকে দোয়াঁশ মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকাসম্পদউন্নয়নইনস্টিটিউটবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

প্রতি গর্তে টিএসপি সার ৭০০ গ্রাম, এমওপি সার ৪৫০ গ্রাম, জিপসাম সার ৩০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৬০ গ্রাম ও জৈবসার ২৫ কেজি দিতে হয। গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। রোপণের ৩ মাস পর ৩০০-৩৫০ গ্রাম ইউরিয়া

সার প্রয়োগ করা দরকার। পূর্ণ বয়স্ক ফলন- গাছের জন্য ইউরিয়া সার ২ কেজি, টিএসপি সার ৩.৫ কেজি, এমওপি সার ২ কেজি, জিপসাম সার ২৬০ গ্রাম, জিংক সালফেট সার ৬০ গ্রাম, গোবর ১৫ কেজি এবং ৯ কেজি ছাই প্রয়োগ করতে হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : লিচু

সেচ ব্যবস্থাপনা :

শুষ্ক মৌসুমে বিশেষত চারা গাছে এবং বয়স্ক গাছে ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় মাসে সেচ দিন, এতে ফলের ফলন ও গুণগতমান ভাল হয়।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

তবে বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় পানি জমলে গাছ মারা যেতে পারে। তাই দ্রুত পানি নিষ্কাশন করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : লিচু

আগাছার নাম : বিভিন্ন ঘাস জাতীয় আগাছা ও পরগাছা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : সব মৌসুম তবে বর্ষা কালে বেশি

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা গাছের খাদ্যে ভাগ বসায় এতে করে লিচু গাছের ক্ষতি হয়। গাছের গোড়ায় যাতে করে আগাছা বা অন্য কোন উদ্ভিদ না জন্মাতে পারে সেজন্য গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে কুপিয়ে আলগা করে আগাছা বাছাই করে ফেলতে হবে। বছরে অন্তত একবার লাঙ্গল দিয়ে ভালোভাবে চাষ করে দিলে আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা কমে যায়। কাচি ও নিড়ানীর সাহায্যে দমন করুন। জমিতে পানি আটকিয়ে রেখে এ আগাছা দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : লিচু

বাংলা মাসের নাম : বৈশাখ

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সেচ যন্ত্র জোগাড় করে রাখতে হবে, বাগান পরিস্কার রাখতে হবে এবং বাগানের চারিদিকে উচু করে আইল বেধে রাখতে হবে।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

মাটি ও ফল আসার অবস্থা বুঝে সেচ দিতে হবে।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : ইলেক্ট্রনিক গণ মাধ্যমে আবহাওয়া বার্তা শোনা অথবা ইন্টারনেট থেকে তথ্য নেয়া।

প্রস্তুতি : সেচের পানির উৎস জানতে হবে, সেচ যন্ত্র জোগাড় করে রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি, কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান, ২০১৩।

ফসল : লিচু

পোকার নাম : লিচুর ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : শুটকীট-বাদামী সবুজাভ। পূর্নাঙ্গ স্ত্রী কীট হলুদ।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে বের হয়ে লার্ভা গাছের নরম ও কচি অংশ যেমন বিকাশমান ডগা, পত্রবৃন্ত প্রভৃতিতে ছিদ্র করে৷ আক্রান্ত ডগা ফ্যাকাসে এবং ঢলে পড়া ভাব দেখায় এবং ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরে যায়৷

আক্রমণের পর্যায় : কুশি

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আগা , ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন: কট বা রিপকর্ড বা সিমবুস বা ফেনম বা এরিভো ১০ ইসি ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার পুরো গাছে স্প্রে করুন।বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন। সুষম সার ব্যবহার করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : লিচু

পোকার নাম : লিচুর মাকড়

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক মাকড় খুবই খুদে, সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না। এরা ছোট দল বেঁধে পাতার নিচে থাকে। সাদা, হলদে বা লাল ধরনের।

ক্ষতির ধরণ : মাকড়ের আক্রমণে পাতাগুলো নিচের দিকে কোঁকড়ানো হয়। পাতার নিচে বাদামী হালকা মখমলের মত আবরণ দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, পূর্ণ বয়স্ক, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ডগা , কচি পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সালফার জাতীয় বালাইনাশক (যেমন সালফেক্স ৮০ ডব্লিউপি, সালফটক্স ৮০ ডব্লিউপি, ম্যাক সালফার ৮০ ডব্লিউপি, রনভিট ৮০ ডব্লিউজি ১৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭

ফসল : লিচু

রোগের নাম : লিচুর পাউডারি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে পাতার নিচে সাদা পাউডারের মত আবরন দেখা যায় যা পরবর্তী সময়ে কাল বা বাদামী রং ধারন করে। এতে ফুল এবং ফল বাদামী রং ধারন করে এবং ঝরে পড়ে। ফলের পরিপক্ক অবস্থায় এ রোগের আক্রমণে ফল ফেটে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন: কুমুলাস ডিএফ ৪০ গ্রাম ১০ লিটার বা থিওভিট ৪০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ৫-৭ দিন পর পর ২-৩ বার শেষ বিকেলের দিকে স্প্রে করুন। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : লিচু

রোগের নাম : লিচুর পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় বাদামী থেকে কালো দাগ হয়।কচি পাতা আক্রান্ত হলে পাতা কুঁচকে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : লিচু

রোগের নাম : লিচুর সুটিমোল্ড রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায়, ফলে ও কান্ডে কাল ময়লা জমে। মিলিবাগ বা খোসা পোকার আক্রমণ এ রোগ ডেকে আনে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে ।বালাইনাশকস্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : লিচু

রোগের নাম : লিচুর এনথ্রাকনোজ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : ফলে কালচে দাগ পড়ে। ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফল শুকিয়ে যায় কেখনও কখনও অনেক দাগ একত্রিত হয়ে ফল পচে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : লিচু

রোগের নাম : লিচুর পাতা পোড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে আক্রান্ত হলে পাতায় প্রথমে হলুদ দাগ পড়ে পরে তা বাদামী হয়। পাতা শুকিয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

মেনকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (ডাইথেন এম ৪৫) ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করুন। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাটাই করে ধ্বংস করুন। সুষম সার প্রয়োগ ও পরিচর্যার মাধ্যমে গাছের বৃদ্ধি ঠিক রাখুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : লিচু

ফসল তোলা : জাত অনুসারে জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় (মে থেকে জুন) মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। সঠিক পরিপক্ক অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা খুবই জরুরী। লিচু পাছায়কার পর পাতা ও বোটাসহ সম্ভব হলে কাচি বা সিকেচার দিয়ে কেটে সংগ্রহ করে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

কাটা, দাগি, পোকা খাওয়া বা রোগাক্রান্ত, ছোত বড়, কাঁচা পাকা হিসেবে বাছাই করুন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

কোল্ড স্টরেজের প্যাকিং কক্ষে ফলের সাথে ৫ থেকে ১০ মিলিমিটার বোটা রেখে ছিদ্রযুক্ত পলিইথাইলিন ব্যাগে করোগেটেড ফাইবার কার্টুনে ভরে ১৫ ডিগ্রি সেন্টগ্রেড তাপমাত্রা ও ৯৫% আপেক্ষিক আদ্রতায় ২৪ ঘন্টায় রাখতে হবে। এভাবে ১ কেজি লিচুর জন্য ৪ টি ব্যাগের দরকার।

সংরক্ষণ : সাধ্রণ তাপমাত্রায় বায়ু চলাচল ও অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে সংরক্ষণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : লিচু

বীজ উৎপাদন :

দু'ভাবে বংশবিস্তার করা যায়, যথাঃ বীজ থেকে এবং কলমের মাধ্যমে। বীজ থেকে চারা গজাতে হলে ভিজা গরম বালির ভেতর রেখে দিলে চারা তাড়াতাড়ি গজাবে অন্যথায় ৬-৮ সপ্তাহ সময় লাগবে। বীজ থেকে তৈরী চারায় গ্রাফটিং বা বাডিং করে কলম করা যায়। এক্ষেত্রে রুটস্টকের বয়স ৩ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত হতে পারে। মধ্য চৈত্র থেকে বৈশাখ (এপ্রিল-মে) বাডং করার উপযুক্ত সময়। এক্ষেত্রে সায়ন সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত জাত ও রুটস্টক উভয়েরই পুরনো ডাল পালা ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ) ছাঁটাই করে দিতে হবে। অতঃপর নতুন শাখাকে বাডিং এর জন্য কাজে লাগাতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ:

সাধারণত বীজ সংরক্ষণ প্রয়োজন হয় না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ , সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : লিচু

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
লিচু উৎপাদনকারী চাষি, বিএ ডিসি, ডিএইএর ও বেসরকারি উদ্যান নার্সারি বিএইউ, বি এ আর আই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

সরকার ও বিএডিসি'র অনুমোদিত সার ডিলার।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : লিচু

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

চটের থলে করে হাতে, মাঝারি ঝুড়ি করে মাথায় বা ভাড়ে, রিক্সা ভ্যানে, নৌকায় পরিবহণ করে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানে, ট্রলারে পরিবহণ।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বড় বাঁশের ঝুড়িতে ভরে চারদিক পাতলা চট দিয়ে প্যাচিয়ে/মুড়িয়ে চিকণ সুতলি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে বাজারজাত করুন।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

গ্রেডিং/বাছায়ের পরে বাজারজাত করে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।